পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের ৪৬ তম সভা অনুষ্ঠিত

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক পরিচালনা পরিষদ সভায় বক্তব্য রাখেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের ৪৬ তম সভা ১৯ জানুয়ারি, ২০২২ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ফারুক এমপি এর সভাপতিত্বে পানি ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ফারুক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন পরিচালনা পরিষদের সভা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর করতে হবে। প্রয়োজনে অনলাইন মাধ্যমে এই সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে হবে। তিনি টেকসই প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের তাগিদ দেন। আগামী সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্পর্কে ৫মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র উপস্থাপনসহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রধান প্রকল্পের সারসংক্ষেপ তুলে ধরার নির্দেশ দেন। তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় স্থানীয়দের সমন্বয়ে একটি কমিটি করে দেওয়া হবে; যারা কাজের মানের ব্যাপারে মতামত দিবে। এছাড়া নদী হতে বালু উত্তোলনের সময় দেখতে হবে বালু উত্তোলনের ফলে কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে কিনা। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে বোর্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। অতঃপর প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালকের নির্দেশক্রমে আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচিব মোঃ মুজিবুর রহমান। প্রথমেই ৪৫তম সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও নিশ্চিতকরণ করা হয়। সভায় আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, রহিম আফরোজ এর সিএফও শাকিল আহম্মেদ এফসিএ, বুয়েটের আইডব্লিউএফএম-এর অধ্যাপক ড. মুসফিক সালেহিন, বুয়েটের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তফা আলী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিশ্বজিত ভট্টাচার্য্য, এনডিসি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব মোঃ জসিম উদ্দীন প্রমুখ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) খোন্দকার রুহুল আমিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) মল্লিক সাঈদ মাহবুব এবং অতিরিক্ত মাহপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) অখিল কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ সচিবের হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন

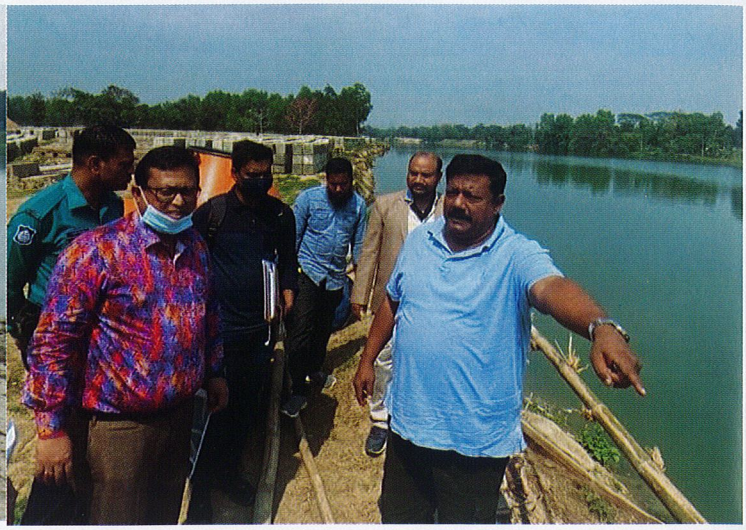

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার হবিগঞ্জ জেলার কুশিয়ারা নদীর বিভিন্ন অংশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম, হবিগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: শাহানেওয়াজ তালুকদার, উপস্থিত ছিলেন। এসময় সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরে সিনিয়র সচিব মৌলভীবাজারের মনু নদী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মৌলভীবাজার পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জহিরুল হক, মৌলভীবাজার পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আক্তারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সিনিয়র সচিব বলেন, মনু নদী উন্নয়ন প্রকল্পের শতভাগ গুণগতমান যেন নিশ্চিত হয় সেটা দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণের সুনামগঞ্জ হাওর পরিদর্শন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ডুবন্ত বাঁধে ভাঙ্গন বন্ধকরণ ও মেরামত কাজ এবং অন্যান্য চলমান কাজ পরিদর্শন করেন বাপাউবো'র অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ মাহবুর রহমান ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) ড. জিয়াউদ্দিন বেগ পিইঞ্জ। পরিদর্শনকালে সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শামসুদ্দোহাসহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন । পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন সুনামগঞ্জ জেলার হাওরের উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ জেলাধীন কয়েকটি নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে খননযোগ্য নদীসমূহের খনন কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ১৪টি নদী সমন্বিতভাবে খননের একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে সুনামগঞ্জ জেলাধীন খননযোগ্য নদীসমূহের খনন কাজ বাস্তবায়ন করা হলে আগাম বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং বাঁধ নির্মাণে মাটির সংকট দূর করা সম্ভব হবে।

হাওর এলাকা পরিদর্শন করছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ

প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি-এর সুনামগঞ্জ হাওর এলাকা পরিদর্শন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলায় আগাম বন্যা প্রতিরোধে কাবিটা নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়নাধীন ডুবন্ত বাঁধের ভাঙ্গন মেরামত ও ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধের মেরামত কাজ পরিদর্শন করেন। এসময় সুনামগঞ্জ জেলার মহিলা সাংসদ শামিমা শাহরিয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ, সিলেট জোনের প্রধান প্রকৌশলী এস এম শহিদুল ইসলাম, সিলেট পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রবীর কুমার গোস্বামী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী, মোঃ জহুরুল ইসলাম, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শামসুদ্দোহা, সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে সকালে প্রতিমন্ত্রী ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জে বটের খালের ডানতীর ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি নদী ড্রেজিং ও প্রতিরক্ষা কাজের প্রকল্প প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি সুনামগঞ্জ হাওর এলাকা পরিদর্শন করেন

বাপাউবো'র মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প, বাঙ্গালি-করতোয়া- ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং, পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন বাপাউবো'র মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ। পরিদর্শনকালে বাপাউবো'র উত্তরাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জহিরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মহাপরিচালক যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কাজটি যথা সময়ে শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মহাপরিচালক সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের সাইট পরিদর্শন করেন। হার্ড পয়েন্টের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য, এলাকার নদী ভাঙ্গন ও চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি হার্ড পয়েন্টের সম্মুখভাগের দৃশ্যমান দূরবর্তী মূল স্রোতধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিং এর নির্দেশ প্রদান করেন।

বাপাউবো মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ সিরাজগঞ্জে প্রকল্প পরিদর্শন করেন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক CEIP-2 প্রকল্পের কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পানি ভবনের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ "Inception Report of Feasibility Studies and Preparation of Detailed Design for the following Phase (CEIP-2) under Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলীগণ, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালকগণসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সিইআইপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক-এর শ্রদ্ধা নিবেদন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালকের সহধর্মিনী নিলুফার গনি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মাহবুর রহমান, কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, ঢাকা পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল হান্নান, ঢাকা পওর বিভাগ-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আইনুল হক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মাঈনুর রহমানসহ বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক-এর শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

কক্সবাজারে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ জানুয়ারি, ২০২২ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভাগীয় দপ্তর প্রাঙ্গণে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য উদ্বোধন করেন।

এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক অখিল কুমার বিশ্বাস, চট্টগ্রাম জোনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেশে ৫১২টি খালের পুনঃখনন কাজ শেষ হবে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

২১ জানুয়ারি, ২০২২ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ লেংগ্যা-শিকলবাহা-চৌমুহনী নয়াহাট খালের পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। এ সময় তিনি বলেন, ডেলটা প্ল্যানের আওতায় সারা দেশে ৫১২টি খালের পুনঃখনন কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। তিনি বলেন ইতোমধ্যে ৫১২টি খালের প্রায় ৭২ শতাংশ পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্পের পুরো কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় ধাপে আরও ৪ হাজার ২৬টি খালের খননকাজ শুরু হবে। দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করতে তিন/চার বছর সময় লাগবে। সব কাজ শেষ হলে বর্ষায় উজান থেকে আসা পানির ধারণক্ষমতা বাড়বে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কাজের কারণে গত বছর একাধিকবার বন্যা হওয়ার পরও সেভাবে বিভিন্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়নি, বাঁধ ভেঙে যায়নি, উপচে পড়েনি বাঁধের পানি। যেখানে গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেখানেও বাঁধের ক্ষতি হয়নি। আমরা যদি ৬৪ জেলায় ছোট নদী ও খাল খননকাজ শেষ করতে পারি, বর্ষায় এসব নদী ও খালে পানি ধারণক্ষমতা বাড়বে । তখন গ্রাম প্লাবিত হবে না, ক্ষতির পরিমাণ কমে সহনীয় অবস্থায় আসবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী তনয় কুমার ত্রিপুরা জানান, ২০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে লেংগ্যা-শিকলবাহা-চৌমুহনী নয়াহাট খালের পুনঃখননের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৮১ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক চট্টগ্রামে খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ

প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ

প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বি.এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি বাপাউবো'র নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ,বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, ডিজাইন, পরিকল্পনা এবং বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ চাকরিকালীন শ্রীলংকাসহ দেশে বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ড. জিয়া উদ্দীন বেগ

ড. প্রকৌশলী জিয়া উদ্দীন বেগ, পিইঞ্জ ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী (পুর) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে প্রথম বিভাগে বি. এসসি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০৫ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে "পানি সম্পদ কৌশলে" কৃতিত্বের সহিত এম. এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলাদেশ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স রেজিস্ট্রেশন বোর্ড (BPERB) কর্তৃক ২০০৬ সালে তাঁকে পেশাগত স্বীকৃতি "প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার (পিইঞ্জ)" প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি "পানি সম্পদ উন্নয়নে" পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি বাপাউবো'র ডিজাইন, পরিকল্পনা, মনিটরিং, হাইড্রোলজি এবং প্রকল্প পরিচালকসহ বাপাউবোর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি "অ্যাসোসিয়েশন অব বুয়েট অ্যালামনাই" এর আজীবন সদস্য এবং "ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স" বাংলাদেশ এর লাইফ ফেলো। তিনি ১৯৬৩ সালে ফেনী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা পদে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ মাহবুর রহমান ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এস.সি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি বাপাউবো'র পরিকল্পনা, মনিটরিং, নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ প্রায় ৩৩ (তেত্রিশ) বছর চাকরিকালীন তিনি চীন, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও মালয়েশিয়াসহ দেশে বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে দিনাজপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এস, এম, অজিয়র রহমান

এস, এম, অজিয়র রহমান (যুগ্মসচিব) ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ১৯৭৪ সালে বাগেরহাট জেলার সুলতানপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে বাগেরহাট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস.এস.সি, ১৯৯২ সালে সরকারি পিসি কলেজ, বাগেরহাট হতে এইচ. এস.সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ২০০১ সালে ২০তম বিসিএস এর মাধ্যমে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারি কমিশনার হিসেবে জামালপুর কালেক্টরেটে সরকারি চাকরিজীবন শুরু করেন। মাঠ প্রশাসনে জামালপুর, সাতক্ষীরা, অভয়নগর, দিঘলিয়া, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলা উপজেলায় সহকারী কমিশনার, সহঃ কমিশনার (ভুমি), সিনিয়র সহকারী কমিশনার, এনডিসি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ঐতিহ্যবাহী বরিশালের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চাকরিজীবনে তিনি ভারত, চীন, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্যসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

বাপাউবো, মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, রংপুরে চলমান অর্থ বৎসর ২০২১-২২ সহ ০৫ বৎসরের গৃহীত চাষাবাদ কার্যক্রম এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের ফলাফল কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণের তথ্য কথা ঃ

মাহফুজ আহমদ
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা
বাপাউবো, ঢাকা

দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুড়িতিস্তা প্রকল্পের অধীনে ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে স্থাপিত হয়। বুড়িতিস্তা, তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে প্রকল্প এলাকার মাটি ও কৃষি আবহাওয়া উপযোগী আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি, শস্যবিন্যাস, ফসলের জাত নির্বাচন ও সেচের পরীক্ষা-নীরিক্ষাকরতঃ প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের চাষীদের মধ্যে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ফসল আবাদ প্রদর্শন, পরীক্ষার ফলাফল প্রদর্শনের জন্য মাঠদিবস, ফসলকর্তন কার্যক্রম ও চাষাবাদ কলাকৌশল শিক্ষণের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই খামারটি অত্র প্রকল্পের সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর শহর থেকে ১৭ কিমি উত্তরে গংগাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নের মহিপুর মৌজায় তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালগ্নে ১১.২৪ হে. এলাকার খামারটির ৬.৬২ হে. এলাকা ১৯৮৫ সালে নদী (তিস্তা নদী) ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৪.৬২ হেক্টরের মধ্যে বর্তমানে খামারটির আবাদযোগ্য জমি ৩.৬২ হে. (প্লট নং-০১ এ ২.৪২ হে. ও প্লট নং-০২ এ ১.২০ হে.)। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক চাষাবাদ কার্যক্রম ও প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োগকৃত চাষাবাদ কলাকৌশল সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার ১৮০ জন কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ/ উদ্বুদ্ধকরণ ও হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিপুর খামারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী, করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে মহিপুর খামারের কৃষি গবেষণা কার্য্যক্রমের মাধ্যমে বৎসরের বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের জাত পরীক্ষা, স্বল্প সেচে অধিক ফলনশীল ফসলের আবাদ, তিস্তা প্রকল্পের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী ফসল নির্বাচনী পরীক্ষা, লাভ জনক শস্য পর্যায় নির্ধারণী পরীক্ষাসহ বহুমুখী পরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হচেছ এবং উত্তোরোত্তর অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন পরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হচেছ । বর্ণিত পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল বিভিন্নভাবে যেমন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা , সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বোপরি বোর্ডের নিজস্ব সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমে প্রকল্পের চাষীগণের নিকট পৌছানো হচেছ। প্রকল্পের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে BADC, BRRI, BARI, BINA, BAU, BJRI, SRDI, DAE, IRRI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ সহযোগিতায় অত্র খামার বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা দূর করে খামারটিকে আধুনিকীকরণ করা হলে মহিপুর খামার তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের চাষীগণের ভাগ্য উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

বিগত ৫ (পাচঁ) বছরে (২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২১-২০২২) খামারের আবাদযোগ্য জমিতে আমন, আউশ ও বোরো ধানের চাষ করা হয় এবং সর্বমোট ৭২.৩৪১ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয় এবং গম, সরিষা ও আলুর সর্বমোট উৎপাদন ১১.৮৭৬ মেট্রিক টন । উৎপাদিত ফসলের মোট বাজার মূল্য ১৬,৩২,২৮৩/ টাকা যা রাজস্ব খাতে জমা করা হয়।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার, বাপাউবো, রংপুরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ২৮/১০/২০২১ তারিখে খরিফ-২ মৌসুমের পরীক্ষামূলক উফশী রোপা আমন ধান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, মাহফুজ আহমদ, বাপাউবো, ঢাকা, মুখ্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর, উপ-প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাপাউবো, রংপুর, উপ-প্রধান কৃষিতত্ত্ববিদ, বাপাউবো, রংপুর।

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম এম পি, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা রক্ষা ও পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার কুন্ডেরচর, সুরেশ্বর লঞ্চঘাট, সুরেশ্বর দরবার শরীফ, চন্ডিপুর বাসস্ট্যান্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, লঞ্চঘাট, দরবার শরীফের অংশ বিশেষ, কৃষি জমি, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, পাকা রাস্তা, কাঁচা রাস্তাসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি স্থাপনা ইত্যাদি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষার জন্য "শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা (১ম সংশোতি)" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৪১৭৯.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর বামতীরে অবস্থিত নওয়াপাড়া এলাকা বারবার নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়ছে, ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পথে। উক্ত এলাকা কয়েক বছর ধরে ভাঙ্গন কবলিত হওয়ায় বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ব্রিজ, রাস্তা, নদী ভাঙ্গনের কবলে মুখে পড়েছে। নদীর ভাঙ্গন হতে অত্র এলাকা রক্ষাকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরী প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি, স্থানীয় জনসাধারণসহ জন-প্রতিনিধীগণের জোরালো দাবি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে "শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৮.৭০ কিঃ মিঃ নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যার হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা, বিদ্যালয়, হাট-বাজার, রাস্তা, ব্রীজ, ফসলি ও বাসযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়ি-ঘর, ধর্মীয় উপসানালয়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা। প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৯৮৪২.৮৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পরিদর্শনকালে ফরিদপুর জোনের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সৈয়দ সাহিদুল আলম, শরীয়তপুর পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবীবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd